Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আফরোজ মিথিলা

রোলঃ 23100121163

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আফরোজ মিথিলা

রোলঃ 23100121163

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া আফরোজ মিথিলা, আইডিঃ 23100121163 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Mariya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মারিয়া আফরোজ মিথিলা

আইডিঃ 23100121163

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা-.....5

তাকওয়া কী?.....5

পারিভাষিক অর্থ :.....6

আল কুরআনে তাকওয়া :.....10

তাকওয়ার স্থান অন্তর:.....13

সাহাবা (রা) এবং স্কলারদের দৃষ্টিতে তাকওয়া :.....16

মুত্তাকী বান্দার পরিচয়.....19

মুত্তাকী বান্দাদের গুণাবলী :.....23

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ভালোবাসেন.....25

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন না :.....26

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাকওয়ার গুরুত্ব.....27

আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে খুব বেশি করে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন.....30

রাসূলুল্লাহ ﷺকর্তৃক তাকওয়ার কথা তথা উপদেশ.....32

আলেম ও মহামনীষীদের পক্ষ হতে তাকওয়ার উপদেশ.....34

তাকওয়া অর্জনের উপায় :.....36

তাকওয়ার মাহাত্ম্য :.....48

তাকওয়ার উপকারিতা.....54

রেফারেন্স.....69

ভুমিকা-

তাকওয়া হলো সকল ইবাদতের মুল।যার তাকওয়া যত উন্নত তার জীবন হয় তত সুন্দর এবং সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। তাকওয়াবান ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশী মর্যাদার অধিকারী। এ সম্পর্কে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ ؕ (৪৯,১৩)

তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সেই ব্যাক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি।

তাকওয়া কী?

তাকওয়া শব্দের সরল অর্থ আল্লাহ ভীতি।তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা বা বাঁচার প্রচেষ্টা করা।ফিরোজাবাদি (রহ.) বলেন"تقوى তাকওয়া ক্রিয়াপদটির তিন বর্ণের মূল ধাতুর অর্থ হলো নিজেকে পাপাচার হতে রক্ষা করা, নিষিদ্ধ কাজ হতে সুরক্ষিত রাখা।"

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন: "তাকওয়া এর প্রকৃত অর্থ হলো শঙ্কিত বস্তু থেকে আত্মাকে রক্ষা করা। " [আলমুফরুদাতুন ফী গারীবিল কুরআন:৫৩০]

তাকওয়া হচ্ছে আলো ও সাগরের তীরে সন্ধানকরী একটা Lighthouse ও বটে যে গভীর অন্ধকার সমুদ্রে পথহারা নাবিককেশক্ত স্থলভাগের নিরাপত্তার সন্ধান দেওয়া।তাকওয়া একটা Compass -ও কারণ সে বান্দাকে সদাসর্বদা আল্লাহ-অভিমুখী করে রাখে, শয়তান বা পরিবেশ তাকে বাতিলপন্থী কোন চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত করতে বা পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তাকওয়া হচ্ছে মজবুত ঈমানের নিদর্শন। তাকওয়া হচ্ছে মাঝির হাতের হাল,যার সঠিক চালনায় নৌকা তার গন্তব্যে পৌছে। হালবিহীন নৌকা দিশেহারা হয়ে নদীতে ভেসে বেড়ায়।

তাকওয়া হচ্ছে একটা দুর্ভেদ্য বর্ম, a strong shield, যা বান্দাকে গোমরাহীর শত আক্রমণ ও কুপ্রভাব থেকে তাকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রদান করে।তাকওয়া বান্দকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর দৃর পায়ে চলতে সাহায্য করে, সে তখন আল্লাহকে ছাড়া জগতের আর কোন শক্তিকেই ভয় পায় না বা অন্য কারো ইবাদতও করে না।

আলী(রা) বলেছেন : "তাকওয়া হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়;অল্পে তুষ্ট থাকা এবং আখিরাতের পথে চলার প্রস্তুতি নেয়া। "

পারিভাষিক অর্থ :

শায়খ আবদুল আযিয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন,
তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় বলা হয়, আল্লাহ তাআলর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ভয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামতরাজির প্রতি আগ্রহী হয়ে তাঁর বিধানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সৎকাজের আদেশ ও তা পালন করা এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান ও তা বর্জন করে আল্লাহর ইবাদত কর। (মাসিক আল -বুহূসুল ইসলামিয়্যা, সংখ্যা :৫৯;রিয়াদ হতে প্রকাশিত)
এ সংজ্ঞাটি মূলত তাকওয়ার একটি শরয়ী ব্যাপক সংজ্ঞা । যাতে তাকওয়াকে ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজসমূহ পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কাজসমূহ বর্জনের সমন্বয়ক হিসেবে ধরা হয়েছে। আর তা বাস্তবায়িত হবে আল্লাহ তাআলার ভয় ও ভালোবাসার সমন্বয়ে। আল্লাহ বলেন,

وَ اِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ

তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

(সূরা বাকারা:৪১)

আল্লামা কাফাভি (র) প্রদান করেছেন।তিনি বলেন,
শরিয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী এমন ব্যাক্তিকে বলা হয় –যে আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে।আর সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজ হলো শিটক।এটি চিরস্থায়ী জাহান্নামে পৌছে দেয় । (আল কুল্লিয়্যাত :৩৮)
উমর ইবনে আবদুল আযিয তাকওয়াকে হারাৃকাজ বর্জন ও ফরয কসজ পালনের মাঝে এবং কাফাভি (র) শুদু শিরক থেকে বেঁচে থাকার মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন। এসংজ্ঞাদ্বয়ে অন্তরের সাথে তাকওয়ার কোনো আলোচনা নেই।

তাকওয়ার সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন আল্লামা রাগেব ইস্ফাহানি (র)। তিনিতার আল মুপরাদাত ফী গারীবিল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন,

তাকওয়া হলো নিজেকে, আত্মাকে ভীতিকর কাজ হতে হেফাজত করা। এটা তার তাহকীক। কখনো ভয়কে তাকওয়া বলা হয়।
শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়, গুনাজ হয় এমন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করলেই তাকওয়া অর্জিত হয়। (আল -মুফরাদাত :৫৩০)

আলি(রা) বলেন, "তাকওয়া মানে (এই চারটি গুণের সমন্বয়)—সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা,ওহির আদেশ মেনে চলা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন," তাকওয়াবান ব্যাক্তি বলতে সেসব মুমিনদেরকে বোঝায়, যারা শিরক থেকে নিজেদের বিরত রাখে।"তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সঠিক পথের নির্দেশনা অনুসরণ করতে কোনো ভুল হয়ে যায় কি না,, এ নিয়ে তারা শঙ্কিত থাকে।আবারআল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার দয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী থাকে। "

আবুদ দারদা (রা) বলেছেন, পরিপূর্ণ তাকওয়া হলো আল্লাহকে এই পরিমান ভয় করা যে,সরিষা দানা গুনাহ থেকে তো বাঁচবেই, সন্দেহজনক হালাল বিষয় থেকেও বিরত থাকবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝ (৯৯: ৭,৮)

"অতএব, যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করেছে, সে তা দেখবে।আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করেছে, সেও তা দেখবে।"

(সূরা যিলযাল -৭,৮)

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ তাআলার রোষ ও শাস্তির বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ।

আল্লাহ বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

"হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবেই ভয় করো যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা (পরিপূর্ণ) মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। “

সূরা আলে ইমরান, ৩:১০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাসউদ(র) বলেন," এর অর্থ তাঁকে মান্য করা,তাঁর অবাধ্যতা না করা, তাঁকে স্মরণ করা,ভুলে না যাওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া। "

আবদুল্লাহ ইবনে বায(রাহি.) বলেন,তাকওয়া হল–"আল্লাহর ইবাদাত করা। তাঁর আদেশসমূহের অনুসরণ করা।নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা।তাঁর নিয়ামত অর্জনের আশা। তাঁর সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করা।আল্লাহ ও তার রাসুলকে(ﷺ)ভালোবাসা। "

অতএব, তাকওয়া অর্জিত হবে মহান আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে ও শরিয়তের আবশ্যকীয়ও মুস্তাহাব আমলসমূহ করার মাধ্যকে এবং শরিয়ত কতৃক নিষিদ্ধ ও অপচ্ছন্দনীয় আমলগুলো পরিহার করার মাধ্যমে।যা প্রকাশ পাবে আল্লাহর ভয় ও আশা এবং তাঁর মহব্বতের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন_____

وإياي فاتقون

' তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো'

(সূরা বাকারাহ:৪১)

আল্লাহ তআলা আরো বলেন____

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فَيهِ إِلَى اللهِ

"আর তোমরা সেদিনের ব্যাপারে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবতিত হব।"

(সূরা বাকারাহ:২৮১)

তাকওয়া শুধু ভয়- ভীতির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না বরং বয় ভীতির পাশাপাশি আল্লাহর নিয়ামত লাভের আশা -আকাঙ্ক্ষা করাও রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর সম্মানিত বস্তুর সম্মান করাও আবশ্যক। এসব করলেই তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব হবে।

কারণ তাকওয়া হলো,অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় করা,,তাঁর প্রতি সম্মান মর্যাদা রাখা,,তাঁর কাছে নিয়ামত লাভের আশা রাখা।

তালক্ ইবনে হাবীব (একজন তাবেয়ী)বলেছেন:তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা।(সহীহ) ।আল্লাহর দৃষ্টিতে তাকওয়াই হচ্ছে বান্দার আনুগত্য বিচারের মাপকাঠি।কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" (সূরা হুজরত,৪৯:১৩)

মানুষে মানুষে জাতিগত,বর্ণগত,শ্রেণিগত সব ভেদাভেদ আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন,ধার্য করেছেন একটি মাত্র উৎকৃষ্টতা বিচারের, সেটা হলো মানুষের তাকওয়া। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর সকল শিক্ষার মূল কথাই ছিল তাকওয়া । যখনি তিনি তাঁর কোন সাহাবিকে কোন সামরিক অভিযানে পাঠাতেন তখনি তিনি তাকে তাকওয়ার কথা সদা স্মরণে রাখতে নির্দেশ দিতেন,সেই সৈন্যবাহিনীকেও ঐ একই উপদেশ দিতেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীর -এর এক ব্যাখ্যা অনুসারে অপচ্ছন্দনীয় বস্তু বা ব্যবহার পরিত্যাগ করা বা পরিহার করার নামই তাকওয়া। খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রা) একবার বিখ্যাত সাহাবী উবাই ইবনে কাআব -কে তাকওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উবাই বলেছিলেন: "আপনি কি কখনো কাঁটায় ভরা রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন? " উমর বললেন: হ্যা",হেঁটেছি বৈকি!"উবাই তখব জানতে চাি্লেন:" কী করে আপনি সেই রাস্তাটা অতিক্রম করেছিলেন?"উমর বললেন :"আমি আমার জামার হাত গুটিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে পরিশ্রম করে রাস্তাটা পার হয়েছিলাম।"উবাই বললেন:" ঐ হচ্ছে তাকওয়া। সকল গুনাহের কাজ থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে চলা এবং অক্ষত (নিষ্পাপ) অবস্থায় যাত্রা শেষ করতে পারাটাই হচ্ছে তাকওয়া।"

ইবনে রজব (রা) বলেছেন যে_তকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ক্রোধ এবং শাস্তির বিরুদ্ধে ঢাল তেরূ করা।সেই ঢালের কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ বস্তু ও কাজ থেকে দূরে সরে থাকা।প্রকৃত তাকওয়া হলো নির্দেশিত সব কাজ করা, এবং নিষিদ্ধ , ঘৃণ্য ও সন্দেহজনক সব কাজ বর্জন করা।এই হচ্ছে প্রকৃত তাকওয়া (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ১৯০/ ১৯১)

তালক ইবনু হাবিব (র) বলেন, "তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া অন্তর্দৃষ্টি কোলা রেখে তাঁকে মান্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। "
আল্লামা আবুল কাসিম নাসরাযবাযও 'র ভাষ্য অনুযায়ী, "তাকওয়া দৃড়ভাবে আঁকড়ে ধরলে দুনিয়ার মোহ উবে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
" আর তাকওয়াবানদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি বোঝো না?"(সূরা আনআম,৬:৩২)

আল কুরআনে তাকওয়া :

ভাষাগতভাবে তাকওয়া কথাটার অর্থ হচ্ছে :ধৈর্য ভয় ও নিবৃত্তি ; পরিহার করে চলা।কিন্তু ইসলাম ধর্মে এর অর্থটা ভিন্ন মাত্রার। সেখানে তাকওয়া হলো হৃদয়ের এমন একটা অবস্থা যেখানে আল্লাহর স্মরণ সদা উপস্থিত থাকে,যা তাকে আমলে সালেহা (সৎকাজ) করতে উৎসাহিত করে এবং আমলে সাইয়্যেআহ(অসৎকাজ) করতে নিষেধ করে। তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর রোষও শাস্তির বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি তাকওয়া অর্জন ও তার সুফল সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বিশদ আলোচনা ও আদেশ -নির্দেশ নাযিল করেছেন। তাকওয়া বলতে আল্লাহ - ভীতি,, আল্লাহ - ভক্তি,ধার্মিকতা,সাবধানতা, সৎকাজে একাগ্রতা, পাপ কাজ বর্জন ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর অমর অস্তিত্ব,সর্ববিষয়ে তাঁর অসীম ও একচ্ছত্র অংশিদারবিহীন আধিপত্য, তাঁর শাস্তির ভয়, তাঁর পুরস্কারের আশা— এগুলোর সবই তাকওয়ার আওতায় পড়ে।ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভয়টা হচ্ছে একটা সতর্কতা যাতে –

(১) তাঁর শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়

(২) তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত না হতে হয়,এবং

(৩) আল্লাহর মত আপনজনকে অসন্তুষ্ট না করা হয়।

তাকওয়াবান লোকদের (মুত্তাকীদের) অন্তরেই আল্লাহ ও তাঁর ভয় ও তার জন্যে ভালোবাসা সর্বদা বিরাজমান থাকে।

তাকওয়ার এক অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করে চলা। নিচে তাকওয়া সম্পর্কিত কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো :

◑সূরা আলে ইমরান এর ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : "হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর।"

যথার্থ ভয় করার ব্যাখ্যায় হাদীসে আছে, আল্লাহর অনুগত হবে,অবাধ্য হবে না; আল্লাহকে স্মরণ করবে,তাঁকে ভুলবে না; আল্লাহর কৃতজ্ঞ হবে,অকৃতজ্ঞ হবে না ।

◑সূরা আনআম (৬) এর ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে - " যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে আখিরাতের আবাসই শ্রেয়।"

◑আল্লাহ বলেন:

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর, যাতে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা (আল্লাহর আদেশসমূহ) ভালোভাবে শুনলাম ও আনুগত্য স্বীকার করলাম। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের ভেদ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

Remember Allah's favour upon you and His covenant that He has taken from you when you said, "We have listened and obeyed." Fear Allah. Allah is all-Aware of what lies in the hearts.

(আল মায়িদাহ - ৭)

◑আল্লাহ তাআলা আরো বলেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

হে মুমিনগণ!তোমরা আল্লাহকে বয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।(সূরা বাকারা, ২:২৭৮)

◑পাপ ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,, ইরশাদ হয়েছে—

۟يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগেতা করো না।আল্লাহকে ভয় করবে।(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩০)

আলাহ তাআলা আমাদের তাকওয়া অবলম্বন ও সদা সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

◑নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু।নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা হিজরত:১৩)

◑হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামীদিনের জন্য কী সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (সূরা হাশর:১৮)

◑হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা তাওবা:১১৯)

◑ নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী।(সূরা ফাতির:২৮)

◑ আল্লাহ তো তাদের সাথেই রয়েছেন,যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে ব আমল করে। (সূরা নাহল:১২৮)

◑আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে থাকে। (সূরা নূর:৫২)

◑ তোমাদের উম্মত একই উম্মত,আর আমি তোমাদের রব।অতএব আমাকেই ভয় কর। (সূরা মু'মিন:৫২)

◑হে ঈমানদার লোকের,আলাহকে ভয় কর এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আন। (সূরা হাদীদ:২৮)

◑ আল্লাহকে ভয় কর,সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা বাকারা :১৮৯)

◑তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর।সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেকবানেরা,একমাত্র আমাকই ভয় কর।(সূরা বাকারা:১৯৭)

◑এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো, আল্লসহ সহিষ্ণু পরহেজগার আমলদারদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা:১৯৪)

◑হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক / সত্য কথা বল।(সূরা আহযাব:৭০)

◑যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে,আল্লসহ তাট মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তার কল্পনাতীত উৎস থেকে তিনি তাকে রিযিক দান করেন। (সূরা তালাক:২-৩)

তাকওয়ার স্থান অন্তর:

তাকওয়া মূলতঃ মানুষের একটি অভ্যন্তরীন গুণ বিশেষ। এই গুণ যার মনে ফুটে উটবে, তার আলোক-প্রবা সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলবেই। তাকওয়ার মূল স্থানই অন্তর।বাহ্যিক তাকওয়া যতই পরিলক্ষিত হোক,,, তা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র -তা অন্তঃসারশূন্য,,, যদি না অন্তরে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া পরিলক্ষিত না হয়।এরুপ তাকওয়া বান্দার জন্য কোন ফল বয়ে আনে না।

এমন তাকওয়া না আল্লাহর হক ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারে,,না মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির হক রক্ষা করতে পারে।

কুরআনে আল্লাহ বান্দাদের মুত্তাকী হওয়ার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো- নামায, যাকাত,সবর ও অঙ্গীকারপূরণ। এসব আমলের উদ্দেশ্য হলো অন্তরে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ভয়,, ভালোবাসা ও সম্মান গেথে যাওয়া।সুতরাং যদি কারো আমল তার অন্তরে স্থান না করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে,,তার তাকওয়া অর্জিত হয়নি। ফলে সেই বান্দা নামায তো পড়ে কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং লোক দেখানোর জন্য।
সে ধনসম্পদ ব্যয় করে,, কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয় বরং দুনিয়াবি খ্যাতির জন্য।তার অঙ্গীকার পূরণ হয় আত্মসম্মান ও মানবতা রক্ষার জন্য। আর এসকল আমল তার অন্তরে কোনো ধরনের তাকওয়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।
আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার স্তান অন্তরে নির্ধারণ করেচেন।কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

.وَتَّقُوا اللهَ -اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ االصُّدُورِ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো,নিশ্চয় অন্তরে যা আছে।সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (সূরা মায়েদা:৭)
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে সর্বোপায়ে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন।অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে,,তিনি তাদের অন্তরের সুপ্ত বাসনাও গোপন ইচ্ছারও খবর রাখেন।

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেন,তাকওয়া হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।
হযরত আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,
তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না।একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। ক্রয়বিক্রয় বা বিয়েশাদির ব্যাপারে অন্যের প্রস্তাব ডিঙ্গিয়ে নিজের প্রস্তাব পেশ করো না।পরস্পর মতানৈক্য করো না এবং তোমাদের কেউ যেন অপরজনের ক্রয় - বিক্রয়কে দালাল সেজে নষ্ট না করে। তোমরা এক আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে অন্য মুসলমানের প্রতি জুলুম করতে পারে না,প্রতারণা করতে পারে না এবং অন্যের সম্মানহানি করতে পারে

না।তাকওয়া এখানে— একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করেছেন। (সহিহ মুসলিম :২৫৬৪)

সহিহ মুসলিমের এক বর্ননায় এসেছে,রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেন,
আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাহ্যিক রূপ বা অবয়ব দেখেন না এবল তোমাদের রংও দেখেন না; বরং দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।
(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়া :সংখ্যা :৫৯:পৃষ্ঠা :১৪)
তাকওয়া সম্পর্কে রাসূলﷺ বলেছেন :

১. আতিয়া আস-সাদী (রা) হতে বর্ণিত।তিনি বলেব, রাসূলুল্লাহﷺ বলেছেন,কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যেসব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)
ব্যাখ্যা: কখনও কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাড়ায়।তাই কোন মু'মিনের সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই উপস্থিত থাকবে না বরং এই বৈধ কাজ কোথাও যেন হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ না হয় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২. ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলোন,রাসূলুলাহﷺ বলেছেন,আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে, কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)
৩. আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত । রাসূল ﷺ বলেছেন, হে আয়িশা ! ছোটখাট গোনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেনন এ জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে । (ইবনে মাজাহ)
৪. হাসান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর মুখ হতে এই কথা মুখস্ত করে নিয়েছি, যে জিনিস সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তা পরিত্যাগ কর,যা সন্দেহের উর্ধে তা গ্রহণ কর কেননা সততাই শান্তির বাহক এবং মিথ্যাচার সন্দেহ সংশয়ের উৎস। (তিরমিযী)

সাহাবা (রা) এবং স্কলারদের দৃষ্টিতে তাকওয়া :

তাকওয়া হলো পথের দিশারী আলো।

তাকওয়া সম্পর্কে সাহাবী (রা) এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত :

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,"তাকওয়াবান ব্যাক্তি বলতে সেসসব মুমিনদেরকে বোঝায়, যারা শিরক থেকে নিজেদের বিরত রাখে। " তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা সটিক পথের নির্দেশনা অনুসরণ করতে কোনো ভুল হয়ে যায় কিনা, এ নিয়ে তারা শঙ্কিত থাকে। আবার আল্লাহ তআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর দয়ার ব্যাপারেও আশাবাদী থাকে।"

শাকীক ইবনু সালামাহ রহ.বর্ণনা করেন,মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেন,"বিচার - দিবসে ঘোষণা করা হবে,"তাকওয়াবান ব্যাক্তিরা কোথায়?" রহমানের আরশের ছায়া থেকে তারা উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাদের কাছে অদেখা থাকবেন না।"(শাকীক রহ. বলেন) আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাকওয়াবান কারা? তিনি উত্তর দিলেন, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকে এবং দ্বীনকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করে নেয়।"

হাসান বাসরি রহ. এর বলেন," তাকওয়াবান ব্যক্তিরা আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর আদেশ সমুহ মেবে চলে।এমনকি সন্দেহজনক অনেক হালাল বস্তুও তারা পরিত্যাগ করে।"

উমার ইবনু আব্দুল আযীয রহ. বিষয়টি এভাবে বলেছেন, "দিনে সিয়াম পালন করা আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়াকেই তাকওয়া বলে না।বরং তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর আদেশ মান্য করা। যাকে এর চেয়েও উঁচু পর্যায়ের (আনুগত্যের) সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে , সে কল্যাণের উপর কল্যাণ লাভ করেছে।"

ইবনু রজব রহ. বলেন, "তাকওয়া হলো আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও শাস্তি থেকে বাঁচার ঢাল।আর এই ঢাল হলো আল্লাহ তআলার আদেশ -নিষেধ মেনে চলা।পরিপূর্ণ তাকওয়ার দাবি হলো — ফরযের পাশাপাশি নফল আমল করা এবল হারাম থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে মাকরুহ প সন্দেহজনক জিনিসও পরিতয়াগ করা। এটিই তাকওয়ার চূড়ান্ত রুপ।"

ইমাম কুরতুবী রহ.বলেন,"সকল ভালোর সমষ্টিই তাকওয়া। পূর্বের ও পরের সকল প্রজন্মের প্রতি এটিই আল্লাহ তাআলার হুকুম।"

আল্লামা রাগেব ইস্ফাহানি (র) তার আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন, তাকওয়া হলো আত্মাকে ভীতিকর কাজ হতে হেফাজত করা।এটা তার তাহকীক।কখনো ভয়কে তাকওয়া বলা হয়।
শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়, গুনাহ হয় এমন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করলেই তাকওয়া অর্জিত হয়।(আল মুফরাদাত :৫৩০)

আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে,,কাঁটা বিছানো রাস্তায় চলতে গেলে যেমন কাঁটা দেখলেই সেটাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলতে হয় যাতে সেটা পায়ে বিঁধে কষ্ট না দেয়,তাকওয়া ও ঠিক তেমনি।পাপের কাজ দেখলেই তাকে এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তাকওয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ না হয়,,নিষ্পাপ থাকে, নিষ্কলংক থাকে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে -সূরা আলে ইমরানের ১০২ নম্বর আয়াতের যথাযথ অনুসরণ করা। কোন কিছুকে ভয় না করে , অথবা কারো বিরূপ সমালোচনাকে গ্রাহ্য না করে আল্লাহর পথে চলা; এবং সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থায় তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরে থাকা যাতে মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হিসেবে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয়।

ইবনে কাইয়্যিম (রা.) বলেছেন যে - (ক) কুরআনের এই আয়াত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে— " হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (৩:১০২)

(খ) আল্লাহর ভয় হচ্ছে অতি উঁচু দরজা যা মানুষের অন্তরে সতত জাগরুক থাকে। আল্লাহকে ভয় করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন: "ওদের [কাফিরদের]ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর যদি তোমরা প্রকৃতই ঈমানদার হয়ে থাক (৩:১৭৫) ;শুধুই আমাকে ভয় করবে(২:৪০)।যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন কারণ তারা..... সৎকাজে অগ্রগামী (২৩:৫৭-৬১) সুতরাং সেই ভয়ই উত্তম যা মানুষকে হারাম কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করে। (মাদিহিজ সালিকিন ১/৫৪৮)

সুফিয়ান আস-সাউরি (রা) বলেছেন যে—তাদের [মুত্তাকীদের] পরিচয় হচ্ছে তারা ভীতসন্ত্রস্ত , কারণ সচরাচর যেসব বস্তুকে ভয় করা হয় না,সেই সব লোকেরা সেসব বস্তুকেও ভয় করে ।
ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তার ছেলে আব্দুল্লাহকে লেখেন : অতঃপর.....আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করার অসিয়ত করছি,, যার সাথে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষাত করতে হবে,, তিনি ব্যতিত তোমার কোন আশ্রয় নেই,, তিনিই দুনিয়া- আফিরাতের মালিক।

তাকওয়ার মর্ম বুঝাতে গিয়ে প্রসিদ্ধ তাবিঈ তলক ইবনু হাবিব কত সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন।
তিনি বলেন, "তকওয়া হল এই যে,, তুমি আল্লাহ তাআলার দেয়া নুর অনুপাতে আল্লাহর পক্ষ সওয়াবের আশায় তোমার আল্লাহকে অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ তাআলার দেয়া নুর অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকবে। [কিতাবুল যুহদ- লিআবদিল্লাহ ইবনিল মুবারক : ৪৭৩,জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম:১৪৯]

★তাকওয়ার দুটি ডানা রয়েছে —
১।আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা।
২।আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।

এ উভয় কাজ আল্লাহর নুর দ্বারা করা হবে নুর দ্বারা উদ্দেশ্য হল,আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া দলিলসমূহ। যা বান্দাকে আমল করার আদেশ প্রদান

করে এবং আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মুত্তাকি ব্যাক্তি তো সেই ; যে নিজর সব কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াবের আশায় করে এবং আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ করা কাজ থেকে বাঁচে। যেন আল্লাহ তাআলা তাকে আযাব থেকে মুক্তি দেন।

ইবনে কাইয়্যিম (রহ) বলেছেন যে— "তাকওয়া হলো কোন কিছু থেকে পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে যাওয়া দুই ধরনের হতে পারেঃ সৌভাগ্যজনক ও দুর্ভাগ্যজনক।দুর্ভাগ্যজনক হলো আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া , আর সৌভাগ্যজনক হলো [অন্য সব ছেড়ে] আল্লাহর কাছে পালিয়ে যাওয়া।(মাদিহিজ সালিকিন-১/৫০৪)

মুত্তাকী বান্দার পরিচয়

যারা পরিপূর্ণভাবে মু' মিন ও মুসলিম হওয়ার পর তার প্রত্যেক দিনের প্রতিটি কাজকর্ম, তাকওয়ার সাথে করবে অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং যা করবে তা শুধু মহান আল্লাহ তাআলার জন্যই করবে তারাই মুত্তাকী।
মুত্তাকী বান্দা হওয়ার জন্য একজন বান্দাকে প্রথমত দুইটি স্তর অর্থাৎ মু'মিন ও মুসলিম হতে হবে।

সুতরাং মু'মিন ও মুসলিম হওয়ার পূর্বে কেউ মুত্তাকী হতে পারবে না।
কুরআনে কারীমে মুত্তাকী সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। তাতে মুত্তাকীদের গুন,আমল,পথ,গন্তব্য ও তাদের জন্য জান্নাতের নির্ধারিত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।

১।সূরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের আলোচনা করে বলেন —
الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۭ

আলিফ -লাম-মীম,এটি এমন কিতাব ;যাতে কোনো সন্দেহ নেই,মুত্তাকীদের,জন্য এটি পথনির্দেশ। যারা অদেখা বিষয়ের ওপর ঈমান আনে,নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে এবং যারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে সেসব বিষয়ের ওপর ঈমান আনে ও আখিরাতকে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

(আল বাকারা, ২:১- ৪)

আল্লাহ তাআলা এই তিন আয়াতে মুত্তাকীদের পরিচিতি তুলে ধরেছেন।তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন যে তারাই প্রকৃত হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলকাম। ইরশাদ হয়েছে—

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ * وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী।

(আল বাকারা,২ :৫)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, কুরআন একমাত্র মুত্তাকীদের হিদায়াত লাভের মাধ্যম।কারণ অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র তারাই কুরআনের হিদায়েতের মাধ্যমে উপকৃত হবে। এখানে মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,,তারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে।আর ঈমান একটি অন্তকরণ বিষয়।

তিনি আরও বলেছেন,তারা নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ধনসম্পদ আল্লাহী পথে ব্যয় করে। আর এ দুটি বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আরও বলেছেন, তারা রাসূলের প্রতি প্রেরিত কুরআন ও সকল নবি-রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনে।আর তারা আখিরাতের ওপর এমন দৃড় বিশ্বাস রাখে যে , তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২।সূরা বাকারার সততার আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।তিনি ইরশাদ করেন—

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ۚ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

পুণ্য তো কেবল এটাই নয় যে, তোমরা নিজেদের চেহারা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; বরং পুণ্য হল (সেই ব্যক্তির কার্যাবলী), যে ঈমান রাখে আল্লাহর, শেষ দিনের ও ফিরিশতাদের প্রতি এবং (আল্লাহর) কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সম্পদ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও সওয়ালকারীদেরকে এবং দাসমুক্তিতে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং যারা কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণে যত্নবান থাকে এবং সঙ্কটে, কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণ করে। এরাই তারা, যারা সাচ্চা (নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত) এবং এরাই মুত্তাকী।

(আল বাকারা, ২:১৭৭)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বর্ণিত আমলগুলোকে সৎকাজ গণ্য করে আয়াতের শেষাংশে বলেছেন,এ সৎকাজ পালনকারীগণই মুত্তাকী লোক।মুত্তাকীদের সিফাত সংবলিত এসব আমলের প্রতি লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে,পুরো দ্বীনের সারনির্যাস এ আমলগুলোই।এ আমলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।যথা,

১ম ভাগ: আকিদা।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন,

. مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

যে আল্লাহ,,পরকাল,ফেরেশতাগণ,আসমানি কিতাব এবং নবী- রাসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

(সূরা বাকারা,২:১৭৭)

২য় ভাগ: বাহ্যিক আমলসমূহ।তাতে বিভিন্ন খাতে সম্পদ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন, এতিম,মিসকীন,পথচারী-মুসাফির,ভিক্ষুক এবং দাসমুক্তির ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করার কথা।আরও এসেছে,নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথা।

৩য় ভাগ: সচ্চরিত্র । তন্মধ্যে দুটি চরিত্রের আলোচনা করেছেন। (ক) অঙ্গীকার পূরণ করা। (খ) দুঃখ-দুর্দশা, বিপদাপদ ও অভাব অনটনে ধৈর্য ধারণ করা।আয়াতের শেষাংশে ফায়সালাস্বরুপ বলা হয়েছে, এই সকল আমল যারা পালন করে, তারাই সত্যবাদী এবং মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩।সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের কথা আলোচনা করেছেন। আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ক্ষমার দিকে এবং মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুতকৃত আসমান-জমিন পরিমাণ প্রশস্ত জান্নাতের দিকে ধাবিত হতে বলেছেন।তিনি বলেন-

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তা সেই মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

(আলে ইমরান, ৩:১৩৩)

এরপর মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি অন্যায় করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে, জেনে বুঝে তার পুনরাবৃত্তি ঘটায় না।

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৪-১৩৫)

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতদ্বয়ে মুত্তাকী বান্দার চারটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। (ক) সুখে-দুঃখে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা। আর এটা বাহ্যিক আমলের মধ্য হতে সম্পদ সম্পর্কিত আমল। খ ও গ নম্বরে দুটি চারিত্রিক আমলের কতা বলেছেন। তা হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের দোষত্রুটি ক্ষমা করা। (ঘ) যখন কোনো অন্যায় করে ফেলবে অথবা কোনে পাপের মাধ্যমে নিজের ওপর জুলুম করবে তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে একথা সুস্পষ্ট হয় যে তাকওয়া মূলত আল্লাহকে ভয় পাওয়ার নাম। যে ভয়ের কারণে মুত্তাকী আল্লাহর নির্দেশিত বিধান পালন এবং আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে নিজেকে পরিচালিত করবে।

মুত্তাকী বান্দাদের গুণাবলী :

যারা প্রকৃতই মুত্তাকী তাদের মাঝে এসব গুণাবলী লক্ষ্য করা যাবে—

(১) তারা গীবত করা থেকে বিরত থাকে,কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা একে অন্যের গীবত করবে না। (সূরা হুজরাত,৪৯:১২)

(২) তারা সন্দেহজনক বিষয় ও বস্তু বর্জন করে, কারন আল্লাহ বলেছেন যে অনুমান করাটা অনেক ক্ষেত্রেই গুনাহের কাজ। (সূরা হুজরাত,৪৯:১২)।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ও অনুমান করে কোন কথা বলাকে মিথ্যা বলার সমতুল্য জ্ঞান করে তা বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ)

(৩)তারা কাউকে বিদ্রুপ বা উপহাস করে না, কারণ আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছেন।(সূরা হুজরাত,৪৯:১১)

(৪) তারা তাদের দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ, বস্তু থেকে অবনত রাখে, কারণ আল্লাহ দৃষ্টি অবনত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা নুর,২৪:৩০)

(৫) তারা সদা সত্যবাদী,কারণ আলাহ সত্য ও ন্যায় কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা আনআম,৬:১৫২)

(৬)তারা তাদের উপর আল্লাহর রহমতের জন্যে শুকরিয়া আদায় করে,কারণ তা করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।(সূরা হুজরাত, ৪৯: ১৭)

(৭)তারা নিজেদের সম্পদ সৎপথে, সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে,অপব্যয় করে না,কৃপণতা করে না,তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে, কারণ আল্লাহ কুরআনে তা করতে বলেছেন। (সূরা ফুরকান, ২৫:৬৭)

(৮)তারা উদ্ধত বা গর্বিত ব্যবহার করে না। (সূরা কাসাস,২৮:৮৩)

(৯)খুশু-খুজুর সংঙ্গে সমস্ত নিয়ম - পদ্ধতি মেনে যথা সময়ে তার দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালা আদায় করে, কারণ আল্লাহ তা করতে আদেশ করেছেন । (সূরা বাকারা, ২:২৩৮)

(১০) দৃড়তার সংঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশাবলী তারা পালন করে যাতে তাঁরা মুত্তাকীদের দলভুক্ত থাকতে পারে,কারণ আল্লাহ সেরকম আদেশ করেছেন। (সূরা আনআম,৬:১৫৩)
আল্লাহ কাদের ভালোবাসেন আর কাদেরকে ভালোবাসেন না

কুরআনে আল্লাহ তাআলা অনেক জায়গাতে আমাদের জানিয়েছেন তিনি কাদের ভালোবাসেন আর কাদেরকে ভালোবাসেন না। তাকওয়ার আলোকে সেগুলো জানা যাক ।

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ভালোবাসেন

◑ আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অনুগ্রহ কারীদের ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা :১৯৫)

◑ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পচ্ছন্দ করেন। (সূরা বাকারা :২২২)

◑ আর যারা সবর করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন।(সূরা আলে ইমরান :১৪৬)

◑ আর আল্লাহ তাআলা পরহেজগারদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান :৭)

◑ অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন যথার্থ দান করেছেন আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান :১৪৮)

◑ আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।(সূরা আলে ইমরান :১৫৯)

◑নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা মায়িদা:৪২)

◑নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদের পচ্ছন্দ করেন। (সূরা তাওবা:৪)

◑আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।(সূর তাওবা :১০৮)

◑ নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন। (সূরা হুজরাত:৯)

◑ আল্লাহ তাদোরকে ভালোবাসেন,যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর । (সূরা আস সফ:৪)

◑ নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা মুমতাহিনাহ: ৮)

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন না :

◑নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা:১৯০)

◑আলাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা:২০৫)

◑আল্লাহ পচ্ছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (সূরা বাকারা:২৭৬)

◑আল্লাহ অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা:৬৪)

◑আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা:৮৭)

◑ হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সলাতের সময় সাজসজ্জা পরিধাবন করে নাও, খাও ওপান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ :৩১)

◑ তোমারা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি -মিনতি করে এবং সংগোপনে।তিনি সীমাঅতিক্রমকারীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা আ'রাফ:৫৫)

◑আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা :৩২)

◑আল্লাহ অত্যাচারকারীদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা বাকারা:৫৭,১৪০)

◑নিশ্চয় আল্লাহ পচ্ছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিতজনকে। (সূরা নিসা:৩৬)

◑আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পচ্ছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। (সূরা নিসা:১৪৭)

◑এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা আন'আম:১৪১)

◑নিশ্চয় আল্লাহ ধোকাবাজ, প্রতারককে পচ্ছন্দ করেন না

◑নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পচ্ছন্দ করেন না। (সূরা নাহল:২৩)

◑ আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পচ্ছন্দ করেন না।(সূরা হাজ্জ:৩৮)

◑আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পচ্ছন্দ করেন না।(সূরা হাদীদ:২৩)

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাকওয়ার গুরুত্ব

তাকওয়া আঁকড়ে ধরা বান্দার জন্য অত্যন্ত উপকারী

বান্দার জন্য তাকওয়াকে আবশ্যক করে নেওয়া এবং তাকওয়ার আলোকে জীবন গটন করা অনেক উপকারী।এ ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন ।এমনকি একথার উপদেশ দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম (রা), সালফে সালেহীন, তাবেয়ীন,তাবে -তাবেইনসহ সকল বুজুর্গগণ।

আবুল কাসেম -কাসেম ইবনে ইউসুফ মাগরিবী (র) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া(র) কে বললেন, তিনি যেন তাকে এমন কিছু উপদেশ দেন, যা তার দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী হবে । তিনি তাকে তাকওয়ার উপদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহ ও রাসূলের উপদেশ হতে এর চেয়ে উপকারী উপদেশ আমার জানা নেই। তা ওই ব্যাক্তির জন্য, যে তা আঁকড়ে ধরবে এবং তা অনুসরণ করবে। (আল আসিয়্যাতুস সুগরান,ইবনে তাইমিয়া :৮)

আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য তাকওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেছেন, তিনি আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের সকলকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ,

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। আমি তোমাদের আগে কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

(সূরা আন নিসা - ১৩১)

জনৈক তালিবুল ইলম তার শায়খকে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে ওই বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি , যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে উপদেশ দিয়েছেন । আর তা হলো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَاالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ وَاِيَّاكُمۡ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ

(সূরা নিসা:১৩১; বাসায়িরু যাবিত তাময়িয :৫;২৬১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

(সূরা আন নিসা - ১)

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে যত নবী - রাসূল পাঠিয়েছেন তাঁরা সকলেই স্বজাতিকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বপ্রথম যে নবী তাকওয়ার উপদেশ, দিয়েছেন তিনি হলেন নূহ (আ)। কুরআনে এসেছে,

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا اِلٰى قَوۡمِهٖ فَقَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সে (তার সম্প্রদায়কে) বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?

(আল মু'মিনূন - ২৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

كَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوۡحِ ِۨالۡمُرۡسَلِيۡنَ ۖ اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ نُوۡحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ۚ

নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই নূহ তাদের বলল, " তোমরা কী (আল্লাহকে) ভয় করো না? "

(সূরা শুআরা :১০৫ -১০৬)

এরপর হুদ (আ) এলেন। তিনিও নূহ (আ) এর মতো স্বজাতিকে তাকওয়ার উপদেশ দেন। ইরশাদ হচ্ছে,

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ هُوۡدٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ۚ

তাদের ভাই হুদ যখন তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

(সূরা শুআরা' - ১২৪)

হুদ (আ) এর পর সালেহ (আ) আসেন।তিনিও তার উম্মতকে তাকওয়ার কথা বলেন,

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ۚ

যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না।
(সূরা শুআরা' - ১৪২)

আল্লাহ তাআলা লূত (আ) এর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ اَخُوۡهُمۡ لُوۡطٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ۚ

যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

when their brother LūT said to them, “Do you not fear Allah?
(সূরা আশ শুআরা' - ১৬১)

অনুরূপ বলেছেন শুআইব (আ) ,

اِذۡ قَالَ لَهُمۡ شُعَيۡبٌ اَلَا تَتَّقُوۡنَ ۚ

যখন শুআইব তাদেরকে বলল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না?

when Shu‘aib said to them, “Do you not fear Allah?

(সূরা আশ শুআরা' - ১৭৭)

এরপর ইবরাহীম (আ) তাঁর স্বজাতিকে তাকওয়ার কথা বলেছেন,

وَاِبۡرٰهِيۡمَ اِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوۡهُ‌ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

এবং আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(সূরা আল আনকাবুত - ১৬)

আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে খুব বেশি করে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন

কুরআনে কারীম ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকেই বেশি বেশি তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সত্তরবারের বেশি اِتَّقُوْا اللّٰهَ অথবা اِتَّقُوْ رَبَّكُمْ বলে তাকওয়ার আদেশ করেছেন এবং এর কাছাকাছি শব্দ দিয়েও তাকওয়ার কথা বলেছেন। ইরশাদ করেন ,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

(সূরা বাকারা:১৮৯)

আরও ইরশাদ করেছেন,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনো রাখো,নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানো কঠোর।

(সূরা বাকারা:১৯৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

তোমারা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনো রাখো , আল্লাহ অবশ্যই খোদাভীরুদের সাথেই আছেন।

(সূরা বাকারা:১৯৪)

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

তোমারা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনো
রাখো,তোমাদের অবশ্যই তার সামনে সমবেত করা হবে।

(সূরা বাকারা:২০৩)

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ

এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।আর জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহর মুখোমুখি হতে যাচ্ছো।

(সূরা বাকারা :২২৩)

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِكُلِّ سَيْءٍ عَلِيمٌ

তোমারা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান।

(সূরা বাকারা:২৩১)

আরও ইরশাদ করেন,

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমারা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা । (সূরা বাকারা:২৩৩)

وَاتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।

(সূরা বাকারা:২৭৮)

وَاتَّقُوْا يَوْمًاتُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ .

‹তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(সূরা বাকারা :২৮১)

রাসূলুল্লাহ ﷺকর্তৃক তাকওয়ার কথা তথা উপদেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধিক সাহাবিকে তাকওয়ার কথা বলে উম্মতের সকলকে তাকওয়ার উপদেশ দিয়েছেন এবং গুরুতর কোনো খুতবা দিতে গেলে তার পূর্বে তাকওয়ার আদেশ সংবলিত তিনটি কুরআনের আয়াত খুতবার শুরুতে পাঠ করতেন। নিচে তাকওয়া সংবলিত কিছু হাদিস দেওয়া হলো,

◑আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো। যে কোনো মন্দ কাজের পরেই একটি ভালো কাজ করে ফেলো। তা তোমার মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সাথে সদাচরণ করো। (জামে তিরমিযি :১৯৮৭)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকওয়া ও সদাচরণকে একসাথে বলেছেন। কারণ তাকওয়া বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক। আর সদাচরণ বান্দা ও অন্যান্য মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক। সুতরাং আল্লাহর ভয় তার ভেতরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করবে আর সদাচরণ তাকে মানুষের মাঝে প্রিয় করে তুলবে। (আল - ফাওয়ায়িদ:৬৯)

◑ আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আরজ করলেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন,
আমি তোমাকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি । কারণ তা সব কিছুর মূল। (মুজামে সগীর :১৯৭, জামুউল উলুম ওয়াল হিকাম :২৪৩)

◑ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা ফজরের নামাযের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুব আবেগঘন নসিহত করছিলেন, যার প্রভাবে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলো, হৃদয় ভীতসন্ত্রস্ত হলো।জনৈক সাহাবী বললেন, এটা আমাদের জন্য বিদায়ী নসিহত। সুতরাং ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাদের জন্য কোন বিষয়েট প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন , আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি , আল্লাহকে ভয় করো এবং রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ শোনো ও তার অনুসরণ করো। যদিও সে একজন হাবশী গোলাম হয়। আমার পরে তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে মানুষের মাঝে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে। তোমারা দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাকো । কারণ তা পথভ্রষ্টতা। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ওই সময় পায়, সে যেন আমার নির্দেশিত পথ ও সঠিক পথপ্রাপ্ত, হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশোদীনের পথ ও পন্থাকে আঁকড়ে ধরে আর তোমরা তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরো। নিজেকে তা অনুযায়ী পরিচালিত করো। (জামে তিরমিজি :২৬৭৬)

◑ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবিকে উপদেশ দিয়ে বললেন, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করো এবং যে কোনো উঁচু স্থানে আরোহণের সময় আল্লাহু আকবার বলো। (সহিহ জামিউস সগীর :৪০৪৬)

◑ আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি ,

তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো, রমযান মাসের রোযা রাখো, ধনসম্পদের যাকাত দাও এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অনুসরণ করো। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে । (জামে তিরমিজি : ৬১৬)

◑নুমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে ইনসাফ, সমতার বিধান করো। (সহিহ বুখারী :২৫৮৭, সহিহ মুসলিম ১৬২৩)

◑জাবের (রা) হতে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (সহিহ মুসলিম :১২১৮)

আলেম ও মহামনীষীদের পক্ষ হতে তাকওয়ার উপদেশ

◑ আবু বকর (রা) তার ভাষণে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। (আল মুস্তাদরাক :২:৪১৫)

◑ওমর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে চিঠিতে লিখেন, আম্মা বাদ (পর সমাচার) আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করতে বলছি। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তাকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করেন এবং যে আল্লাহকে ঋণ দেয় অর্থাৎ , সদাকা করে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আর যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তার নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। তুমি তাকওয়াকে তোমার চোখের সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা ও অন্তরের উজ্জ্বলতা বানিয়ে নাও। (অর্থাৎ , তাকওয়ার প্রতি সর্বদা চোখ নিবদ্ধ রাখো এবং তাকওয়া দিয়ে অন্তরকে দীপ্তিময় করো।) (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৫১)

◑আলী (রা) এক ব্যক্তিকে কোনো এক যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার আদেশ দিচ্ছি। তাঁর সামনে একদিন তোমাকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। তিনিই তোমার চূড়ান্ত লক্ষ্য । তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বময় ক্ষমতার ক্ষমতার অধিকারী । (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম :১৫১)

◑উমর ইবনে আব্দুল আযিয (র) এক লোককে লিখে পাঠান, তুমি তাকওয়া, তথা আল্লাহকে ভয় করবে। তাকওয়া ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। একমাত্র মুত্তাকীদের প্রতিই আল্লাহ তাআলা রহম করবেন। তিনি শুধু তাকওয়ারই প্রতিদান দিবেন। কারণ, তাকওয়ার ব্যাপারে অনেকেই উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু খুব স্বল্প

লোক তা অনুযায়ী আমল করে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত করেন! (জামিুল উলুম ওয়াল হিকাম :১৫১)

◑তিনি যখন খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেন তখন ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা বলার পর বলেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার আদেশ দিচ্ছি । কারণ তাকওয়াই অন্য সবকিছু হতে বেশী স্থায়ী হবে। তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছু স্থায়ী হবে না। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম :১৫১)

◑শোবা (র) বলেন, আমি বের হওয়ার সময় হাকামকে বলতাম, তোমী কি কোনো প্রয়োজন আচে? তিনি উত্তর দিতেন, আমি তোমাকে ওই বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি - যা মুআয ইবনে জাবাল (রা) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন। তিনও বলেছেন, যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো। কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করে ফেলো। তা মন্দ কাজকে মুছে ফেলবে এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করো। (জামিুল উলুম ওয়াল হিকাম :১৫১)

◑শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) কে তাঁর ছাত্র আবুল কাসেম ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আরয করলেন, তিনি যেন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণমূলক কিছু কাজের উপদেশ দেন। এর উত্তরে ইবনে তাইমিয়া (র) একটি পুস্তিকা লিখেন, যা রিসালাতুস -সুগরা নামে পরিচিত। তিনি সবচেয়ে মূল্যবান নসিহত যেটা করেছেন তা ওই হাদিস, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকওয়ার নসিহত করেছেন। আমরা এখানে তার কিছু নসীহত উল্লেখ করবো। তিনি লিখেন, যে ব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করে এবং অনুসরণ করে তার জন্য আমি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপদেশর চেয়ে অধিক উপকারী কোনো উপদেশ পাই না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। কিতাবীদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে।

(সূর নিসা:১৩১)

◑রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআজ ইবনে জাবাল (রা) কে ইয়েমেন গভর্নর করে পাঠানোর সময় উপদেশে দিয়ে বলেন, হে মুআজ! যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো।যখনই কোনো মন্দ কাজ করো সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করে ফেলো।তা তোমার মন্দ কাজকে মিটিয়ে দিবে এবং মানুষের সাথে সদাচরণ করো। (জামে তিরমিজি :১৯৮৭)

মুআজ (রা) রাসূলের অনেক উঁচু মাপের সাহাবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একদিন বললেন, হে মুআজ! আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে মহব্বত করি। (সুনানে আবু দাঊদ :১৫২২)

তাকওয়া অর্জনের উপায় :

মুত্তাকীদের স্তরে উন্নীত হওয়া যেনতেন ব্যাপার নয়। তবে নবী ﷺ এর সুন্নাহ ও সালাফদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে তা সহজ হয়ে যায়। নিচে তাকওয়া অর্জনের কিছু উপায় তুলে ধরা হলো:

১.তাকওয়ার আবশ্যকতার প্রতি দৃষ্টি রাখা:

বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন । তেমনিভাবে রাসূল ﷺ ও একাধিক হাদীসে তাকওয়ার আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন।এ কথা অনুধাবন করা এবং স্মরন রাখা ঈমানদার ব্যক্তিকে মুত্তাকী বানাতে অনেকটাই সহযোগীতা করবে।কারণ মু'মিন বান্দার জন্য আল্লাহ এবং রাসূলﷺএর আদেশ পালন ছারা কোন গতি নেই। মহান আলাহ তাআলা মু'মিনদের সমন্ধে স্বয়ং বলেছেন —

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۭ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল।

(আল আহ্যাব - ৩৬)

২.তাকওয়ার বরকতসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা

মানুষ লাভদায়ক বস্তুকে পচ্ছন্দ করে এবং তার প্রাপ্তির আগ্রহ রাখে। অন্যিকে কৃষতিকর বিষয়কে অপচ্ছন্দ করে এবং তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। ইহকাল ও পরকালে তাকওয়ার কতই না বরকত ও ফল রয়েছে ' মহান আল্লাহর নিকট সম।মন ও মর্যাদা প্রাপ্তি, আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া,রাসূলের ﷺ এর বন্ধুত্বার্জন,আল্লসহর বন্ধুত্বার্জনের সৌভাগ্য,আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া,, পাপরাজির মার্জনা,মহা পুরষ্কারে পুরস্কৃত হওয়া,,,ফরকান ও নূর (ন্যায়- অন্যায়) অর্জন করা,,দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি,,ধারনাতীত স্থান হতে রিযিক প্রাপ্তি,জাহান্নাম থেকে মুক্তি,জান্নাতের উত্তরাধিকারিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।উক্ত লাভ ও উপকার মানুষের দৃষ্টির সামনে থাকলে,, মানুষ কিভাবে তাকওয়া হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য বস্তুর দিকে যেতে পারে?

৩.মহান আল্লাহ এবং ভাগ্যের প্রতি ঈমান

মানুষকে মুত্তাকী বানিয়ে দেয় এমন বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হলো,,, সে যেন মহান আল্লাহ এবং ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসী হয়।এর মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, ভালোবাসা,, উদারতা,, কুদরত ও ক্ষমতা , তাঁর কঠিন আযাব এবং ভয়াবহ শাস্তি থেকে হুঁশিয়ার থাকবে এবং এসব তাকে আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধকৃত বিষয় থেকে সতর্ক থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।।

৪.হিদায়েতের পথে আগমন

মহান আল্লাহর তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ যে, তিনি হিদায়েতের অগ্রসর ও চলমান ব্যক্তিকে অধিক হিদায়াত দান করেন এবং তাকওয়ার নেয়ামত প্রদান করেন।তিনি ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ

যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতে উৎকর্ষ দিয়েছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন তাদের (প্রয়োজনীয়) তাকওয়া।

(মুহাম্মাদ - ১৭)

৫.আল্লাহর পথের অনুসরণ করা এবং অন্যান্য পথ বর্জন করা

যে ব্যক্তি মহান আল্লহর পথের অনুসরণ করে এবং অন্যান্য পথ বর্জন করে আল্লাহ তাকে মুত্তাকীদের আওতাভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(হে নবী! তাদেরকে) আরও বল, এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর, অন্য কোনও পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

(আল আনআম - ১৫৩)

শায়খ কাসিমী লিখেছেনে (ذٰلِكُمْ)দ্বারা আল্লাহর পথের অনুসরণ এবং অন্যান্য পথ বর্জন করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [তাফসীরুল কাসেমী:৬৭৮৭]

৬.নিজের হিসাব নেওয়া:

দুনিয়ায় নিজের নেক আমল,বদ আমলের হিসাব রাখাটা আখিরাতে সাফল্যের একটি কারণ। কুরআনে এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে —

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।

(আল হাশ্‌র - ১৮)

◑উমর (রা) বলেন," তোমরা হিসেব গৃহীত হওয়ার আগে , নিজেই নিজের হিসাব নাও।তোমরা আমল ওজন হওয়ার আগে, নিজেই তার ওজন করো।"

◑আনাস বিন মালিক (রা) বলেন যে,উমর (রা) একবার হাঁটতে বেরিয়ে একটি বাগানে পৌছলেন।বললেন, "আল্লাহ আর আমার মাঝে রয়েছে এক বাধা!হে আমার নফস! মুমিনদের নেতা! হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করবে,নয়তো আমি তোমায় শাস্তি দেবো।"

◑ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন, "সত্যবাদীদের একটি স্বভাব হলো নিজেকে তিরস্কার করা।নেক আমলের মাধ্যমে বান্দা যত - না আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়,তার চেয়ে বেশী হয় এ কাজের মাধ্যমে।"

৭. নফসকে শাস্তি প্রদান

বান্দা যতই আল্লাহকে মান্য করার চেষ্টা করুক, ভুলভ্রান্তি হবেই।সালাফদের কারও ভুল-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তারা নিজেদের শাস্তি দিতেন।

একবার আসরের সালাতের জামাত ছুটে যাওয়ায় উমর (রা) দুই লাখ দিরহাম সমমূল্যের এক খন্ড জমি সদাকা করে দেন।

◑ তামিম দারি (রা) এক রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এরপর পুরো একটা বছর তিনি রাত্রি জাগরণ করেছেন

◑হাসাসান উবনু আবী সিনান (রা) একটি দালানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজনকে এর নির্মাণকালের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন।হঠাৎ খেয়াল করলেন যে,তিনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে ফেলেছেন। এরপর পুরো এক বছর নফল সিয়াম পালন করে তিনি এর প্রায়শ্চিত্ত করেন।

৮.নফসকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করা

আখিরাতে পরম শান্তির মূল্য বুঝলেই কেবল বান্দা এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। জনৈক সালাফ বলেন, "কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূল্য উপলব্ধি করলেই তা অর্জনের পেছনে ব্যয় করা সহজ হয়।"

◑একবার একদল লোক উনর ইবনু আব্দুল আযীয (রহ) এর কাছে আসে।তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন।আগন্তুকদের মাঝে একজন ছিলো একেবারে জীর্ণশীর্ণ। উমর তাকে এ অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন।সে বলল, "অবিশ্বাসীদের নেতা, আমি দুনিয়ার স্বাদ নিয়ে দেখেছি সেটা তেতো।এর চাকচিক্য আমাকো টানে না,সোনাকেও মনে হয় পাথর। এমনভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করি,যেন আল্লাহ তাআলার আরশ চোখের সামনে দেখচি,দেখছি জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া মানুষদের। তাই দিনে সিয়াম পালন করও আর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকি।আল্লাহ তাআলার পুরস্কার ও শাস্তির তুলনায় আমার এতটুকু কষ্টভোগ নিতান্তই তুচ্ছ। "

◑আবু নুআইম (রহ) বর্ণনা করেন যে,দাঊদ তাঈ(রহ) রুটি না খেয়ে রুটির ছাতু গুলিয়ে পান করতেন।এর কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দেন, " রুটি চিবানোর বদলে ছাতু (গুলিয়ে) পান করলে যে সময়টুকু বেঁচে যায়,তাতে আমি কুরআনের আরো পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াত করতে পারি।"

◑ আব্দুল্লাহ ইবনে দাঊদ (রহ) বলেন যে," চল্লিশ বছর হয়ে গেলেই তাঁরা বিছানা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতেন (অর্থাৎ ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিতেন।"

◑আলি (রা) বলেন, " যে জান্নাত আশা করে, সে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করবে।জাহান্নামের প্রতি ভীত ব্যাক্তি বিরত থাকবে লোভ - লালসা থেকে।মৃত্যুর বাস্তবতা যার বুঝে এসেছে, সে আর আনন্দ খুঁজে বেড়াবে না। আর দুনিয়ার হাকীকত যে বুঝতে পেরেছে,সে কষ্টের ভেতরেও আনন্দ খুঁজে নেবে। "
◑আব্দুল্লাহ আনতাকি (রহ) বলেন, " হৃদয়ের ঔষধ পাঁচটি : নেককারদের সঙ্গ, কুরআন তিলাওয়াত, গুনাহ থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি, তাহাজ্জুদের সালাত এবং ভোরবেলা কান্নাকাটি সহকারে দুআ।"

৯.নেককারদের উক্তি শোনা

নেককারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সঙ্গলাভ এবং কথায় -কাজে তাদের অনুকরণ করা একটি উত্তম কাজ।এটি তাকওয়ার দিকে ধাবিত করে।নিচে নেককারদের অল্প কিছু বাণী তুলে ধরা হলো :

◑আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেন,"পরকালের পাতেয় ছাড়া কবরে যাওয়া মানে জাহাজ ছাড়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া।"

◑উসমান (রা) বলেন দুনিয়ার ভাবনা অন্তরের আঁধার আর আখিরাতের ভাবনা অন্তরের আলো।"

◑আলি (রা) বলেন, " যে জ্ঞান অন্বেষণ করে,জান্নাত তাকে খুঁজে বেড়ায়।আর যে পাপ অন্বেষণ করে,তাকে ধাওয়া করে জাহান্নাম।"

◑হাসান বসরী(রহ) বলেচেন,"ছয় ভাবে অন্তর কলুসিত হয়:
✪একসময় তাওবা করে নেব, এই আশায় গুনাহ করা
✪জ্ঞান অর্জন করেও তা প্রয়োগ না করা
✪নিষ্ঠাবিহীন আমল
✪আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে তাঁর দেওয়া রিযিক ভোগ
✪তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট না হওয়া
✪মৃতকে কবর দিয়েও কোনো শিক্ষা না নেওয়া।"

১০. রোযা রাখা

রোযার বৃহত্তম বরকতের অন্যতম হলো এ যে, তা রোযাদরকে মুত্তাকী বানানোর মাধ্যম।মহান আল্লাহর ঘোষণা করেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

(আল বাকারা - ১৮৩)

শায়খ সা'দী স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন:لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ , যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও, কেননা রোযা তাকওয়ার বৃহৎ মাধ্যমের অন্যতম,কারণ,তাতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞা পালন ও তাঁর নিষেধকৃত বিষয়াবলির বর্জন।[তাফসীরুস সা'দী:৭৫]

১১. ইনসাফ করা

মহান আল্লাহ তাআলা ইনসাফকেও তাকওয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"সুবিচার কর,এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর।তোমরা যা কর,নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার খবর রাখেন। " [সূরা মায়িদা:৮]

শায়খ সা'দী তার তাফসীরে লিখেছন,তোমরা যে পরিমাণ ইনসাফ করার আগ্রহ রাখবে এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবে,তোমরা সে পরিমাণ তাকওয়ার নিকটবর্তী হবে।ইনসাফ পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়া পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

১২.ক্ষমা ও মার্জনা করা

বান্দাকে তাকওয়ার নিকটবর্তীকারী একটি বিষয় হলো ক্ষমা করা আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। "[সূরা বাকারা:২৩৭]

১৩. কিসাস

মহান আল্লাহ কিসাস ফরয করেছেন এবং তা তাকওয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন।
তিনি বলেন:

وَلَكُمۡ فِى ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُولِى ٱلۡأَلۡبَابِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে। "

(আল বাকারা - ১৭৯)

কাযী ইবনে আতিয়া স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন :تَتَّقُونَ এর অর্থ হলো: তোমরা হত্যা করা থেকে বিরত থেকে কিসাস থেকে বাঁচো।অতঃপর এ বিষয়ই তাকওয়ী অন্যান্য কাজের মাধ্যম হয়ে যাবে,মহান আল্লাহ স্বীয় অনুসরণের বিনিময় অধিক আনুগত্যের তাওফিকের মাধ্যমে দান করে থাকেন।[আলমুহারারুল আযীয :২৬৫/,তাফসীরুল কুরতুবী:২/২৫৬]

১৪.সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করা

তাকওয়া অর্জনের বিষয়ের মধ্যে একটি হলো এ যে,বান্দা যেন সন্দেহযুক্ত বস্তু ও কর্ম থেকে দূরে অবস্থান করে।

আব্দুল্লাহ বিন উমার(রা) আনহুমা বলেন:

"বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার হাকীকত পর্যন্ত পৌছতে পারবো না যতক্ষণ আনা সে বক্ষে উদয় হয় এমন বিষয় বর্জন না করে দেয়।" [বুখারী:১/১৪৫]

১৫.মুত্তাকীদের সাহচার্য অবলম্বন করা

সাহচার্যের প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্নিত নবী ﷺ বলেছেন :

ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে।কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিৎ যে,সে কী ধরনের বন্ধু নির্বাচন করেছে।[মুসনাদ আহমাদ:৮০২৮,১৩/৩৯৮; আবু দাঊদ:৪৮২৩,১৩/১২৩; তিরমিযিআ:২৪৮৪,৭/৪১-৪২]

১৬.দুআ

দুআ মু'মিনের হাতিয়ার। সে দুআর মাধ্যমে সেসব জিনিস পেয়ে যায়, যা অন্য কিচুর মাধ্যমে পায় না।তাকওয়া অর্জনের জন্যও তাই আমাদের বেশী বেশী দুআ করতে হবে।আমাদের রাসূল ﷺ বিশ্বসেরা মুত্তাকী হয়েও, মহান আল্লাহর কাছে দুআ করতেন যে,তিনি তাঁকে তাকওয়া দান করুন।

১৭. মুত্তাকী ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্তকে সামনে রাখা

সাধারনতঃকাজের পূরবাব কথার চেয়ে বেশী হয়। প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে : Actions Speak Louder অর্থাৎ অধিক উঁচু শব্দ বলে। যে ব্যাক্তি মুত্তাকীদের পবিত্র দলে শরীক হতে চায়, সে যেন মএত্তাকীদের মুবারক জীবনীর ধারাবাহিক অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় দৃষ্টির সামনে রাখে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সারা বিশ্বের মুত্তাকীদের ইমাম আমাদের নবী ﷺ অতঃপর আম্বিয়া আলাইস সালাম, সাহাবস কিরাম এবং সৎ পূর্বসুরীগণ। ইলাহী অনুকম্পার মাধ্যমে দৃড় আশা যে, উক্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের জীবনবৃত্তান্তকে দৃষ্টির সামনে রাখলে তাকওয়ার পথে আসার জন্য অন্তরে সত্য হিম্মত সৃষ্টি হবে এ বিষয়ে রুচি ও কৌতুহল বাড়বে।

১৮. পরস্পরকে অধিকাধিক তাকওয়ার উপদেশ দেওয়া

পরস্পরকে তাকওয়ার ওসিয়ত ও নসিহত করার একাধুজ কল্যাণ ও বরকত রয়েছে । তন্মধ্যে একটি হো এ যে, মহান আল্লাহ যপরকে তাকওয়ার উপদেশকারী ব্যাক্তিকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকওয়ার নিয়ামাত দানে ধন্য করেন। এবং কখনো তার তাকওয়ার উপদেশের মাধ্যমে অন্যরাও উপকৃত হয়ে যায়। আমাদের দয়ার নবী সাহাবায়ে কিরামকে খুব বেশী বেশী তাকওয়ার উপদেশ দিতেন। তাকওয়া অর্জনে আকাঙ্খী ও আগ্রহী নরনারী যেন অধিক তাকওয়ার দাওয়াত দেওয়াকে জীবন রীতি তৈরি করে নেয়, হয়তো মহানুভব প্রভু এর বরকতে তাদেরকেও তাকওয়ার দৌলতদানে ধন্য করবেন। আর তা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।

১৯. আল্লাহর পরিচয় লাভ করা

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কুরআন অবতীর্ন করেছেন । মানুষ তা ভালোভাবে পাঠ ও অনুধাবম করলে তাদের অন্তরে তাকওয়ার বীজ অঙ্কুরিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশ। (সূরা বাকারা:২)

এই কুরআন সকল মানুষের জন্যইহিদায়াতের বার্তা। কিন্তু কুরআন দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে মুত্তাকীরা। আল্লাহ তাআলা কিতাবসমূহ নাযিল না করলপ মানুষ কখনো তাকওয়ার পরিচয় পেতো না। আল্লাহ তাআলা রোযার বিধান আলোচনার শেষে বলেন,

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনাবলি মানবজাতির জন্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তাকওয়া অর্জন করতে পারে। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

সুতরাং যদি আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বিধান না বলে দিতেন, তাহলে মানুষ রোযার বিধান পালনের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহকে ভয় করতো?

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ

আল্লাহ এমন নন যে, কোনও সম্প্রদায়কে হিদায়াত করার পর গোমরাহ করে দেবেন, যাবৎ না তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে, তারা কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। (আত তাওবাহ্ - ১১৫)

২০.সততার সাথে আল্লাহর ইবাদত করা

আল্লাহর ইবাদতই বান্দার অন্তরে তাকওয়ার বীজ বপন করতে পারে। চাই তা ফরয ইবাদত হোক -যেমন:নামাজ, রো যা, যাকাত, দুআ, মান্নত ইত্যাদি অথবা মুস্তাহাব ইবাদত হোক — যেমন : নফল ইবাদত —এ সকল কাজই তাকওয়া অর্জনে সহায়ক। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। (আল বাকারা - ২১)

আল্লাহ তাআলা সকল মানবজাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনিই একনাত্র উপাস্য -যার ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে । তিনিই ইবাদতের যোগ্য। কারণ আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এরপরই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।অর্থাৎ সকল ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া ।
সুতরাং বুঝা গেলো ইবাদত অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে।

২১.আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজীব নিয়ে চিন্তা -ফিকির করা

আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করলে অন্তরে তাকওয়া অর্জন হয়। আল্লাহ তাআলা এই ভূমন্ডলে এমন বহু নিদর্শন রেখেছেন , যা তাঁর অস্তিত্বের জানান দেয়। যেম ন:আল্লাহ তাআলা সূর্যকে আলোকিত বানিয়েছেন । আর চন্দ্রকে জ্যোতি দিয়েছেন এবং এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষপথ তৈরি করেছেন , যাতে আমরা বছর ও অন্যান্য হিসাব রাখতে পারি। তিনি রাত দিনকে পর্যায়ক্রমে ঘুর্নায়মানরূপে সৃষ্টি করেছেন। ফলে কখনো রাত বড় ও দিন ছোট হয়। আবার কখনো তার বিপরীত হয়। আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনে অনেক বড় বড় নিদর্শন দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ

তিনই সূর্যকে দীপ্তিমান ও চাঁদকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবল তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গনণা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ

তা যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۚ الَّذِیۡنَ یَذۡکُرُوۡنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّقُعُوۡدًا وَّعَلٰی جُنُوۡبِهِمۡ وَیَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبۡحٰنَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَاۤ اِنَّکَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَیۡتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیۡ لِلۡاِیۡمَانِ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِرَبِّکُمۡ فَاٰمَنَّا ۟ رَبَّنَا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَکَفِّرۡ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الۡاَبۡرَارِ ۚ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدۡتَّنَا عَلٰی رُسُلِکَ وَلَا تُخۡزِنَا یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ ؕ اِنَّکَ لَا تُخۡلِفُ الۡمِیۡعَادَ

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমনে বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল বুদ্ধিমানদের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি (এমন ফজুল কাজ থেকে) পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। মুফতী তাকী উসমানী

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাকেই জাহান্নামে দাখিল করবেন, তাকে নিশ্চিতভাবেই লাঞ্ছিত করলেন। আর জালিমগণ তো কোনও সাহায্যকারী পাবে না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সেই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি নিজ রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনও প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

(আলে ইমরান : ১৯০-১৯৪)

তাকওয়ার মাহাত্ম্য :

আল্লামা ফিরোজবাদী(র) তাকওয়ার ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, তাকওয়া বিরাট শক্তিশালী একটি ভান্ডার। যদি আপনি তা পেয়ে যান তাহলে আপনি দামি যাওহার,মূল্যবান সম্পদ, অধিল কল্যাণ,সম্মানী রিযিক,বিশাল গনিমত ও বিরাট মালিকানা পেয়ে গেলেন। তাকওয়া এমন একটি স্বভাব যা দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কল্যানের সমষ্টি। [বাসায়িরু যাবিত তাময়িয :৫:২৫৯]

◑ কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।

(আল হাশ্‌র - ১৮)

◑ইমাম ইবনু কাসীর (রহ) ব্যাখ্যা দেন " আল্লহ তাঁকে ভশ করার আদেশ করেছেন।তাঁর আদেশ - নিষেধ মেনে চলা এই ভয় করার অন্তর্ভুক্ত । 'প্রত্যেকে যেন দেখে(বা খেয়াল রাখে)' বলতে বোঝানো হয়েছে কিয়ামতের দিন হিসাব হওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসেব নেওয়া। আল্লাহ তাআলার কাছে উপস্থাপনের আগেই নেক আমলের বিনিয়োগের পরিমান দেখে নেওয়া। "

◑তাকওয়া দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণের সমষ্টি

আল্লামা ফিরোজাবাদী (র) তাকওয়া দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণেট সমষ্টি কীভাবে এটা বোঝাতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তাআলা কি সবার থেকে বেশি বান্দার উপকারিতার কথা জানেন না? যদি জগতে এমন একটি স্বভাব থাকে যা বান্দার জন্য অধিক উপকারী, অধিক কল্যানের সমষ্টি , প্রতিদান লাভের মাধ্যম, বন্দেগীর

জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সুমহান মর্যাদার অধিকারী,যেকোনো অবস্থায় অধিক উপযোগী, বর্তমানের জন্য উত্তম ও ভবিষ্যতের জন্য সাফল্যমন্ডিত, তা এই তাকওয়া। তাই আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য এটাকে নির্দেশ হিসেবে দিয়েছেন এবং তাঁর বিশেষ ব্যক্তিদেরকে এটার উপদেশ দিয়েছেন । এটাই রহমত ও হিকমতের পরিপূর্ণতা। এক বিজ্ঞ কবি কত সুন্দর বলেছেন,

مَن عَرَفَ اللهَ فَلَمْ تُغْنِهِ* مَعْرِفَتُ اللهِ فَذاكَ الشَّقِي

ما يَصْنَعُ الْعَبْدُ بِعِزَّ الْغِنٰى * والْعَزُّ كُلُّ الْعَزَّ لِلْمُتَّقِى

যে আল্লাহর পরিচয় পেয়েেও উপকৃত হতে পারেনি,সে সবচেয়ে বড় হতভাগা। মানুষ ধনাঢ্যতার প্রভাবে কী করবে ? সকল প্রভাব - প্রতিপত্তি তো - একমাত্র মুত্তাকীর। (বাসায়িরু যাবিত তামিয়িয : ৫:২৬১)।

◑তাকওয়া হৃদয় প্রশান্ত করে আর পাপ আত্মাকে সংকুচিত করে ফেলে

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র):বলেন তাকওয়া ও সৎকাজ আত্মাকে প্রশান্ত করে দেয়। হৃদয়কে খুলে দেয়। যার ফলে মানুষ নিজের ভেতর প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা অনুভব করে। আর কৃপণতা ও পাপ অন্তরকে সংকীর্ণ ও বশীভূত করে ফেলে। পরিশেষে তাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে। ফলে কৃপণের অন্তর আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ .

আল্লাহ যার হেদায়েত ইচ্ছা করেন, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। (সূরা আনআম: ১২৫)

◑আল্লাহ মুত্তাকীকে ভালোবাসেন

কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের ভালোবাসার কথা বলেছেন। তিনি বলেন -

فَاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

(সূরা আলে ইমরান :৭৬)

★আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন -

মুনাফিকরা ওই সকল দানকারী মুমিনদের কটাক্ষ করতো,যারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য সাদাকা করতো।আল্লাহ তাআলা তাদের সতর্ক করে দিলেন এবং তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির ভয় দেখালেন। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করে তাদের প্রশংসা করে বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(এসব মুনাফিক তো এমন), যারা মু'মিনদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকাকারীদেরকে দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও, যারা নিজ শ্রম (লব্ধ অর্থ) ছাড়া কিছুই পায় না। এ কারণে তারা তাদেরকে উপহাস করে। আল্লাহও তাদের উপহাস করেন। তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে

(আত তাওবাহ্ - ৭৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন -

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানি কবুল করেন

মুত্তাকীর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তার আমলই কবুল করেন।

◑আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, তিনি মুত্তাকীদের বন্ধু । অর্থাৎ তাদের সাহায্যকারী,তিনি তাদের শক্তি বাড়িয়ে দেন,তাদেরকে হেফাজত করেন।কুরআানে এসেছে -

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতওহবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

(সূরা ইউনুস:৬২-৬৩)

আল্লাহ আরো বলেন ,

اِنَّهُمۡ لَنۡ يُّغۡنُوۡا عَنۡكَ مِنَ اللّٰهِ شَيۡـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيۡنَ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الۡمُتَّقِيۡنَ

আল্লাহর বিপরীতে তারা তোমার কিছুমাত্র কাজে আসবে না। বস্তুত জালেমগণ একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ বন্ধু মুত্তাকীদের।

(আল জাছিয়াহ : ১৯)

আল্লাহ আরো বলেচেন,মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো বন্ধু নেই।কোনো সুপারিশকারী নেই।

وَاَنۡذِرۡ بِهِ الَّذِيۡنَ يَخَافُوۡنَ اَنۡ يُّحۡشَرُوۡۤا اِلٰى رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيۡعٌ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُوۡنَ

এবং (হে নবী!) তুমি এই ওহীর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং না কোনও সুপারিশকারী, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

(আল আনআম - ৫১)

◑যার তাকওয়া যত বেশি আল্লাহর কাছে তার সম্মান তত বেশী

মানুষ পরস্পর বির্তক করে, ঝগড়া করে। প্রত্যেকেই দাবি করে,, সেই সবচেয়ে সম্মানিত ও উত্তম । এই দাবি খ্রিস্টান, ইহুদী এবং আরবের মুশরিকরাও করতো । যেমন আল্লাহ বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ يَحْكُمُ.

ইয়াহুদীরা বলে, খ্রিস্টানদের (ধর্মের) কোনও ভিত্তি নেই এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহুদীদের (ধর্মের) কোনও ভিত্তি নেই। অথচ এরা সকলে (আসমানী) কিতাব পড়ে। অনুরূপ (সেই মুশরিকগণ) যাদের কোনও (আসমানী) জ্ঞান নেই, তারাও এদের (কিতাবীদের) মত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

(আল বাকারা - ১১৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত সে, যে অধিক মুত্তাকী। কুরআনে ইরশাদ আছে,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

(আল হুজুরাত - ১৩)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদিসে আছে,রাসূলুল্লাহ ﷺ কে - সবচেয়ে সম্মানিত লোক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যে অধিক মুত্তাকী সে অধিক সম্মানিত। (সহিহ বুখারী :৩৩৫৩)

◑মুত্তাকীগণই সফলকাম

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করতে বলেছেন, যাতে আমরা সফলকাম হতে পারি।

তিনি বলেন,

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

(সূরা বাকারা :১৮৯)

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মুকাবিলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(আলে ইমরান - ২০০)

◑আল্লাহ মুত্তাকীদের পাপ মোচন করবেন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে সুখশান্তির উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাতাম।

(আল মায়িদাহ - ৬৫)

মুত্তাকীদের এই পাপ মোচন তাদের অন্তরকে পরিষ্কার করে দেবে এবং তাদের আমলকেও ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করে দেবে।

তাকওয়ার উপকারিতা

ক.দুনিয়াবি উপকারিতা :

◑ তাকওয়ার ফলে আসমান ও জমিনের বরকত দুনিয়াবাসীর জন্য উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوۡ اَنَّ اَہۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡہِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ.

যদি সে সকল জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে কল্যাণধারা মুক্ত করে দিতাম।

(আল আ'রাফ - ৯৬)

◑তাকওয়ার মাধ্যমে বান্দার কাজকর্ম সহজ হয়ে যায় ও রিজিক বৃদ্ধি পায়,

وَ مَنۡ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجۡعَلۡ لَّہٗ مَخۡرَجًا ۲ وَ یَرۡزُقۡہُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে,আল্লাহ তার জন্য (সনস্যা থেকে বেরোবার) কোনো না কোনো পথ খুলে দেবেন এবং তাকে রিজিক দেবেন তাত্র ধারনাতীত উৎস থেকে। "

(সূরা আত- তালাক :২-৩)

وَمَنۡ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجۡعَلۡ لَّہٗ مِنۡ اَمۡرِہٖ یُسۡرًا

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজকর্ম সহজ করে দেন। "

(সূরা আত- তালাক :৪)

فَاَمَّا مَنۡ اَعۡطٰی وَاتَّقٰی ۙ وَصَدَّقَ بِالۡحُسۡنٰی ۙ فَسَنُیَسِّرُہٗ لِلۡیُسۡرٰی ؕ

" সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব। "

(সূরা লাইল :৫-৭)

◑তাকওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوۡ اَنَّ اَہۡلَ الۡکِتٰبِ اٰمَنُوۡا وَاتَّقَوۡا لَکَفَّرۡنَا عَنۡہُمۡ سَیِّاٰتِہِمۡ.

কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিতাম।

(আল মায়িদাহ - ৬৫)

ذٰلِکَ اَمۡرُ اللّٰہِ اَنۡزَلَہٗۤ اِلَیۡکُمۡ ؕ وَمَنۡ یَّتَّقِ اللّٰہَ یُکَفِّرۡ عَنۡہُ سَیِّاٰتِہٖ وَیُعۡظِمۡ لَہٗۤ اَجۡرًا

এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাঁর পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।

(আত ত্বালাক - ৫)

◑তাকওয়া পার্থিব জগতে মানুষকে শয়তানের সব অনিষ্ট হতে সুরক্ষা করে। আল্লসহ তা'আলা বলেন ,

اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّہُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَکَّرُوۡا فَاِذَا ہُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ۚ

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোনও কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

(আল আ'রাফ - ২০১)

◑মানুষ তাকওয়া অর্জনের ফলে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় ও তা বুঝার তাওফিক লাভ করে। আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

(আল আনফাল - ২৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দু'টি অংশ দান করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(আল হাদীদ - ২৮)

◑তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ পার্থিব জীবনে আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করে।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ

আল্লাহর বিপরীতে তারা তোমার কিছুমাত্র কাজে আসবে না। বস্তুত জালেমগণ একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ বন্ধু মুত্তাকীদের।

(আল জাছিয়াহ - ১৯)

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ؕ

"সাবধান! আল্লাহ তা'আলর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। তারাই বিশ্বাসী ও মুত্তাকী । "

◑পার্থিব জীবনে মুত্তাকী বান্দা কাফিরদের অনিষ্ট হতে নিরাপত্তা লাভ করে

وَاِنۡ تَصۡبِرُوۡا وَتَتَّقُوۡا لَا يَضُرُّكُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـًٔا

তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(আলে ইমরান - ১২০)

◑তাকওয়ার ফলে আল্লাহর বান্দাগণ মুসিবত ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না।

(আল মায়িদাহ - ২)

মারইয়াম (আ)ঘটনায় আল্লাহ বলেন

فَاَرۡسَلۡنَاۤ اِلَيۡهَا رُوۡحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
قَالَتۡ اِنِّىۡۤ اَعُوۡذُ بِالرَّحۡمٰنِ مِنۡكَ اِنۡ كُنۡتَ تَقِيًّا

" এ সময় আমি তার কাছে আমার রূহ (অর্থাৎ একজন ফিরিশতা) পাঠালাম, যে তার সামনে এক পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।মারইয়াম বলল,আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি মুত্তাকী হও"

(মারইয়াম - ১৭)

◑তাকওয়া অর্জনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ذٰلِکَ * وَمَنۡ یُّعَظِّمۡ شَعَآئِرَ اللّٰہِ فَاِنَّہَا مِنۡ تَقۡوَی الۡقُلُوۡبِ

এসব বিষয় স্মরণ রেখ। আর কেউ আল্লাহর 'শাআইর'-কে সম্মান করলে এটা তো অন্তরস্থ তাকওয়া থেকেই অর্জিত।

(আল হাজ্জ - ৩২)

◑মুত্তাকী তাকওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সামনে আদব প্রদর্শন করে,অর্থাৎ তার সামনে আওয়াজ অনুচ্চ থাকে। জীবিত অবস্থায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও তার নির্দেশ অতিক্রম করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَغُضُّوۡنَ اَصۡوَاتَہُمۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ امۡتَحَنَ اللّٰہُ قُلُوۡبَہُمۡ لِلتَّقۡوٰی ؕ

জেনে রেখ, যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ ভালোভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন

(আল হুজুরাত - ৩)

◑তাকওয়ার ফলে ইলম ও জ্ঞান অর্জন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّقُوْ اللّٰهَ. وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّٰهُ .

"আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।" (সূরা বাকারাহ:২৮২)

◑তাকওয়া দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভ হয়। এ রহমত যেরূপ দুনিয়াতে লাভ হবে, অনুরূপ আখিরাতেও লাভ হবে।

আল্লাহ বলেন :

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

আমাদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ লিখে দিন এবং আখিরাতেও। (এতদুদ্দেশ্যে) আমরা আপনারই দিকে রুজু করছি। আল্লাহ বললেন, আমি আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছাকরি দিয়ে থাকি আর আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। ৮২ সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াত সমূহে ঈমান রাখে

(আল আ'রাফ - ১৫৬

◑তাকওয়ার ফলে হিদায়াত লাভ হয়।

আল্লাহ বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

"আলিফ -লাম -মীম। এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। "

(সূরা বাকারাহ :১-২)

◑তাকওয়ার ফলে ইলম ও জ্ঞান অর্জন হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ . وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

আর তোমরা আল্লাহর। তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন । (সূরা বাকারা: ২৮২)

◑তাকওয়ার ফলে পার্থিব জগতে আল্লাহর সংঘ ও সাথীত্ব অর্জন হয়। বান্দার সাথে আল্লাহর সাথীত্ব দুই প্রকার। সাধারণ সাথীত্ব : এটা আল্লাহর সব বান্দার জন্য ব্যাপক, যেমন তার শোনা, দেখা ও জানা সবার জন্য সমান। তিনি সবার কাজকর্ম সমানভাবে প্রত্যক্ষ করেন, সব কিছু শুনেন ও সবার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

তিনি বলেন :

وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। (সূরা হাদীদ:৪)

তিনি আরো বলেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

তুমি কি দেখনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন? কখনও তিনজনের মধ্যে এমন কোন গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন এবং কখনও পাঁচ জনের মধ্যে এমন কোনও গোপন কথা হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন। এমনিভাবে তারা এর কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। ৫ অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তারা যা-কিছু করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

(আল মুজাদালাহ্ - ৭)

এসব আয়াতে আল্লাহর সাথীত্ব বা সাথে থাকার অর্থ তিনি বান্দার অবস্থা জানেন, তাদেরকথা শ্রবণ করেন, তাদের সবকিছু তার নিকট স্পষ্ট । এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ সংঘ বা সাথীত্ব :এ সাথীত্ব আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তার অর্থ প্রদান করে। যেমন - আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا

তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবা :৪০)

আল্লাহর সাথীত্ব একমাত্র তাকওয়াবানদের সাথে। যেমন - তিনি বলেন :

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ ہُمْ مُّحْسِنُوْنَ ٪

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথী, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা ইহসানের অধিকারী হয়।

(আন নাহ্‌ল - ১২৮)

◑তাকওয়ার দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভ হয়।

যেমন-আল্লাহ বলেন,

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِیْنَ ہُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ۚ

আর আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এ রহমত (পরিপূর্ণভাবে) সেই সব লোকের জন্য লিখব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াত সমূহে ঈমান রাখে। (আল আ'রাফ - ১৫৬)

◑তাকওয়ার দ্বারা আল্লাহর মহব্বত লাভ হয়।

আল্লাহ বলেন,

بَلٰی مَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰی فَاِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ

কেন কৈফিয়ত নেওয়া হবে না? (নিয়ম তো এই যে,) যে কেউ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে, আল্লাহ এরূপ পরহেযগারদেরকে ভালোবাসেন।

(আলে ইমরান - ৭৬)

◑তাকওয়ার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন প্রতিদান নষ্ট হয় না।

ইউসুফ (আ) তার ভাই ও পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে বলেন,

قَالُوٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ۖ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

(একথা শুনে) তারা বলে উঠল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? ইউসুফ বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(ইউসুফ - ৯০)

ক. আখিরাতের উপকারীতা :

◑তাকওয়ার ফলে আখিরাতে জান্নাতের মিরাস ও উত্তরাধিকার লাভ হবে।

আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

এটাই সেই জান্নাত যার ওয়ারিশ বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী তাদেরকে।

(মারইয়াম - ৬৩)

◑তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আখিরাতে জান্নাতে সুদৃঢ় প্রাসাদ থাকবে, যার উপরেও থাকবে প্রাসাদ ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ

তবে যারা অন্তরে নিজ প্রতিপালকের ভয় রাখে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যেগুলোর উপরে নির্মিত বহু প্রাসাদ, যার নিচে বয়ে চলে নদ-নদী। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(আয্-যুমার - ২০)

◑আখিরাতে তাকওয়া গুনাহের কাফফারা হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

ذٰلِکَ اَمۡرُ اللّٰہِ اَنۡزَلَہٗۤ اِلَیۡکُمۡ ؕ وَمَنۡ یَّتَّقِ اللّٰہَ یُکَفِّرۡ عَنۡہُ سَیِّاٰتِہٖ وَیُعۡظِمۡ لَہٗۤ اَجۡرًا

এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাঁর পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।

(আত ত্বালাক - ৫)

◑কিয়ামতের দিন তাকওয়ার ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত মিলবে।

আল্লাহ তাআলা বললেন,

وَاِنۡ مِّنۡکُمۡ اِلَّا وَارِدُہَا ۚ کَانَ عَلٰی رَبِّکَ حَتۡمًا مَّقۡضِیًّا ۚ ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِیۡنَ فِیۡہَا جِثِیًّا

আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । তারপর আমি এদেরকে মুক্তি দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে । আর জালিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম : ৭১-৭২)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন ,

وَ سَیُجَنَّبُہَا الۡاَتۡقَی

আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। (সূরা লাইল :১৭)

◑তাকওয়ার ফলে আখিরাতে জান্নাত লাভ হবে, কারন জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَسَارِعُوۡۤا اِلٰی مَغۡفِرَۃٍ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَجَنَّۃٍ عَرۡضُہَا السَّمٰوٰتُ وَالۡاَرۡضُ ۙ اُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِیۡنَ ۙ

এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতুল্য। তা সেই মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

(আলে ইমরান - ১৩৩)

◑তাকওয়ার ফলে আখিরাতে আল্লাহর নিকট সম্মান লাভ হবে।

তিনি বলেন ,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

(আল হুজুরাত - ১৩)

◑আখিরাতে তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীদের নেকি ও প্রতিদান বহুগুণ বর্ধিত করা হবে।

যেমন - আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দু'টি অংশ দান করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে ৩০ এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(আল হাদীদ - ২৮)

◑আখিরাতে তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীরা জান্নাতের বৃক্ষেসমূহের তলদেশ দিয়ে বিচরণ করবে ও তার ছায়া উপভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ,

اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّعُيُوۡنٍ ۙ وَ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـًٔا بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ

।নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল স্থানে, আর নিজেদের বাসনানুযায়ী ফলমূল এর মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) ' তোমরা যে আমল করতে তার প্রতিদানরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। '

(সূরা মুরসালাত:৪১-৪৩)

◑তাকওয়ার কারণে মুত্তাকীরা আখিরাতের মহাভীতির কারণে পেরেশান হবে না। তাদের সাথে ফিরিশতারা সাক্ষাৎ করবে।

আল্লাহ বলেন,

اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ۖ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ؕ لَهُمُ الۡبُشۡرٰى فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَفِى الۡاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبۡدِيۡلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ؕ

শুনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে এবং আখিরাতে।

(সূরা ইউনুস:৬২-৬৪)

لَا يَحۡزُنُهُمُ الۡفَزَعُ الۡاَكۡبَرُ وَتَتَلَقّٰٮهُمُ الۡمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوۡمُكُمُ الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ

তাদেরকে (কিয়ামতের) মহাভীতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না এবং ফিরিশতাগণ তাদেরকে (এই বলে) অভ্যর্থনা জানাবে যে, এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হত।

(আল আম্বিয়া - ১০৩)

◑আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর নিকট তাদের তাকওয়া অনুপাতে আসন থাকবে ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۙ فِىۡ مَقۡعَدِ صِدۡقٍ عِنۡدَ مَلِيۡكٍ مُّقۡتَدِرٍ ۝

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে বাগ- বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতির নিকটে।

(সূরা ক্বমার :৫৪-৫৫)

◑তাকওয়ার ফলে আখিরাতে মনের চাহিদা পূরণ হবে ও চোখের শীতলতা লাভ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ لَهُمۡ فِيۡهَا مَا يَشَآءُوۡنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجۡزِى اللّٰهُ الۡمُتَّقِيۡنَ ۙ

স্থায়ী বসবাসের সেই উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং তারা সেখানে যা-কিছু চাবে তাই পাবে। আল্লাহ এ রকমই পুরস্কার দিয়ে থাকেন মুত্তাকীদেরকে।

(আন নাহ্‌ল - ৩১)

◑তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীরা আখিরাতে বিভিন্ন নহরে গমন করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَثَلُ الۡجَنَّةِ الَّتِىۡ وُعِدَ الۡمُتَّقُوۡنَ ؕ فِيۡهَاۤ اَنۡهٰرٌ مِّنۡ مَّآءٍ غَيۡرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنۡهٰرٌ مِّنۡ لَّبَنٍ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهٗ ۚ وَاَنۡهٰرٌ مِّنۡ خَمۡرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيۡنَ ۚ وَاَنۡهٰرٌ مِّنۡ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمۡ فِيۡهَا مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغۡفِرَةٌ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ ؕ

মুত্তাকীদের যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তাতে আছে এমন পানির নহর, যা কখনও নষ্ট হওয়ার নয়, আছে এমন দুধের নহর, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তনীয়, আছে এমন সুরার নহর, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু, আছে এমন মধুর নহর যা থাকবে পরিশোধিত এবং তাতে তাদের জন্য থাকবে সব রকম ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত।

(মুহাম্মাদ - ১৫)

◑তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীদের আখিরাতে ভয় ও বিষন্নতা দূর হবে এবং কিয়ামতের দিন তারা অনিষ্ট মুক্ত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَآ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ۚ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ

শুনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই,আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।

(সূরা ইউনুস:৬২-৬৩)

◑তাকওয়ার ফলে আখিরাতে মুত্তাকীরা পাপী ও কাফিরদের সাথে তুল্য হবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ؕ

এরা সেই সব লোক, যার ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।

(আর রা'দ - ২৮)

◑সকল বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হবে, শুধু মুত্তাকীদের ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلۡاَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذٍۢ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الۡمُتَّقِيۡنَ ؕ٪

সে দিন বন্ধুবর্গ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে। কেবল মুত্তাকীগণ ছাড়া।

(আয্-যুখরুফ - ৬৭)

★তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীদের কিয়ামতের দিন অভিযাত্রী দল হিসেবে উপস্থিত করা হবে। তারা বাহনে চড়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, এরাই সর্বোত্তম অভিযাত্রী ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۙ

(সেই দিনকে ভুলো না) যে দিন আমি মুত্তাকীগণকে অতিথিরূপে দয়াময় (আল্লাহ)-এর কাছে একত্র করব।

(মারইয়াম - ৮৫)

◑আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য নিরাপদ স্থান, জান্নাত ও ঝর্ণাধারা থাকবে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۚ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۚ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۭ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۙ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ

নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্তানে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে,তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমি বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।

(সূরা দুখান :৫১-৫৬)

শেষ কথা,,,,তাকওয়া হলো সমস্ত বিষয়ের মূল ভিত্তি ও শিকল। মুমিনের জীবনে তাকওয়া সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ইয়া রব্বীই আপনি আমাদের তাকওয়া অর্জনের তাওফিক দান করুন । আমাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করুন ,, আমাদের আপনার প্রিয় বান্দাদের এবং মুত্তাকী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন । ইয়া রব্ব আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন ইয়া রব্ব।

রেফারেন্স

১.তাকওয়া গুরুত্ব ও ফজিলত :প্রফেসর ডক্টর ফজলে ইলাহী।

২.তাকওয়ার সন্ধানে :ড.উমর সুলাইমান আল আশকার (অনুবাদ: মাওলানা ইলওয়াস নূর)

৩.তাকওয়া(আমির জামান, নাজমা জামান)

৪.তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন :ড.উমর সুলাইমান আল আশকার (অনুবাদ:মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার)

৫.তাকওয়া:মুমিনের সম্বল